দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 SEP 1987
পৃষ্ঠা 2-3

11
৬৪০

14 SEP 1987

# ঘরে-বাইরে

—সন্ধানী

একদিকে খোলার প্রস্তুতি, অন্যদিকে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা। এ দোলাচলে শিক্ষা ব্যবস্থা কম্পমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চলতি মাসের ২৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর তিনদিন আগে আবাসিক হলসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কল-গুঞ্জনমুখর হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন। অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী দু-একদিনের মধ্যেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর কারণ? প্রশাসনিক ভবনে তালা। তালা দিয়েছে ছাত্রদের একটি অংশ ন'দফা দাবীর প্রেক্ষিতে। এ দাবী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একাধিক বৈঠকে বসেন, তবে কিছুটা বিলম্বে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আপাততঃ পাঁচটি দাবী মেনে নেওয়া যেতে পারে। ছাত্ররা এতে তুষ্ট নয়। তাদের বক্তব্য, এর মধ্যে মূল দাবীটি নেই। তাই প্রশাসনিক ভবনের বন্ধ দরজা আগামী দু-একদিনে খুলবে কিনা বলা যাচ্ছে না। যদি না খুলে তাহলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিক্ষিপ্ত হবে অনিশ্চয়তার গভীরে। শুধু তাই নয়, আসন্ন সাবসিডিয়ারী ও অনার্স পরীক্ষা এবং শিক্ষা বর্ষ পিছিয়ে যাবে।

এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে? প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রী। কারণ, এতে শিক্ষা জীবন প্রলম্বিত হবে। বয়স বেড়ে যাবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সরকারী চাকুরীতে অংশগ্রহণ হবে বাধাহত। আর পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অভিভাবক তথা জাতি। দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে জীবন বাঁচানো দায়, সেখানে ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ বহন করতে হবে। আশার প্রদীপ হবে নিবু নিবু। পক্ষান্তরে জাতিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং এর প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। একটা জাতির প্রাণ তার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষাই একটা জাতিকে আঁধার ঠেলে আলোর প্রভাতে নিয়ে যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বা অনিশ্চয়তা জাতির জন্য চরম ক্ষতিকর। বলা বাহুল্য, জাতীয় জীবনের উন্নতি প্রত্যাশী কোন মানুষই এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। আর পারে না বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি-সির পত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর আমাদের বিচলিত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি-সি সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন। ডাক ব্যবস্থার কারণে যদি চিঠি না পৌছে, একথা বিবেচনা করে চিঠির মর্মবাণী প্রকাশ করেছেন পত্রিকায়। সে মর্মবাণী হলো, একা কারো পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর জন্য সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আর তাই তিনি সকল অভিভাবকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা যেন তাঁদের শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন যাতে ছাত্র-ছাত্রী সুলভ ব্যবহার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় তার জন্য প্রভাব খাটান। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, স্বল্প-দীর্ঘ চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। এ একটি চিঠিই প্রমাণ করে শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা। প্রকৃতই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন আজ বিপর্যস্ত। কখন কার প্রাণ যাবে, কোন্ মায়ের বুক খালি হবে, আকাশ-বাতাস ভেদি উঠবে মর্মভেদী 'হাহাকার, কেউ জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি বন্ধ ঘোষিত হওয়ার আগে এমনি সকরুণ কান্না আমরা শুনেছি। তিন-তিনটি তপ্ত তাজা প্রাণ তখন লুটিয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোতে ওঠে কান্নার রোল। এর পর কিছু ছাত্রনামধারী সলিমুল্লাহ হলে 'সাঁড়াশি 'অভিযান চালায়। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। তখন যে মারদাঙ্গা হয় এর উৎসস্থল ছিল আবাসিক ছাত্রাবাস। যতোবার হাঙ্গামা হয়েছে ততোবারই অবশ্য একই ঘটনা ঘটেছে। তাই হলের পরিবেশ নির্মল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নিয়েছেন এর যৌক্তিকতা স্বীকার্য। হলের বিভিন্ন কক্ষে বই থাকবে, খাতা-পত্র থাকবে, থাকবে নির্মল বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা, এ-ই স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরিবর্তে হলে কি পাওয়া যায়? বোমা, বন্দুক, কাটা রাইফেল, পিস্তল, কিরিচ, রামদা, চাইনিজ, কোরাল ইত্যাদি। গত পরশুও একটি ছাত্রাবাসের দুটি বিশেষ কক্ষ থেকে বোমা, বারুদ এবং গুলী উদ্ধার করা হয়েছে। এ উদ্ধার প্রচেষ্টার সময়ই বস্তি হতে গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে। এরা ছাত্র নয়। তবে বোমা তৈরীর সাথে নাকি জড়িত। হলগুলোর আইন-কানুন যথারীতি অনুসৃত হলে এ সম্ভব ছিল না। বলা যেতে পারে, আইন-কানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেই তো হয়। কিন্তু বলা যতো সহজ, বাস্তবে করা ততো সহজ নয়। কারণ, অছাত্র এবং এ শ্রেণীর ছাত্রনামধারীদের খুঁটির জোর কম নয়। এ খুঁটি কে, কম বেশী সবারই তা জানা। এদের কারো বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও নানা জায়গা থেকে তদ্বির আসে, হুমকি দেওয়া হয়। পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিছুটান দিতে বাধ্য হন। এতে সংশ্লিষ্ট ছাত্র নামধারীরা হয়তো রক্ষা পায়। তদ্বিরকারীদের মধ্যে হয়তো গর্ববোধ জাগে। কিন্তু মারা পড়ে শিক্ষা-জীবন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতি। অথচ এ তদ্বিরকারী বা মদদগাররাও কারো কারো পিতা-মাতা কিংবা ভাই-বোন। তাঁরা কি তাদের জন্যও কাজটা ভাল করেন? নিশ্চয় করেন না। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা, উপস্থিত লাভ তাদের এসব করতে বাধ্য করে। এর ফলে যে পরিণতি হচ্ছে দেশের, সে কথা বিবেচনায় রেখেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি, সি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্যটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা জানিয়েছেন, আগামী দু'-একদিনের মধ্যে তালা খোলা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। তালা দিয়েছে ছাত্রদের একাংশ তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। দাবী-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ নতুন কোন বিষয় নয়। এ হতভাগ্য দেশে সমস্যা থাকবে না, চিন্তা করাও বাতুলতা। তবে প্রত্যেক সমস্যার যেমন সমাধান আছে—তেমনি দাবী আদায়ের আছে পদ্ধতি। শক্তিপ্রয়োগে দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শোভন হতে পারে না। দাবী পেশ করার পর অধিক সময় নষ্ট না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বসা উচিত ছিল এ যেমন ঠিক, তেমনি বলপ্রয়োগ বা আইন হাতে নেওয়ার মত কাজ হতে বিরত থাকা ছাত্রদের উচিত ছিল, এও ঠিক। সত্যিকার কোন শিক্ষাই বোধ করি শক্তিকে যুক্তির উপর ঠাঁই দেয় না।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কোন কোন ব্যবস্থা কারো কারো কাছে অতি কঠিন মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা প্রবাদবাক্য স্মর্তব্য: পাঁঠার ওষুধে হাতীর অসুখ সারে না। হাতীর দেহটার জন্য সে রকম ওষুধই দরকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা—এর প্রেক্ষিতে কিছু কিছু শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে বৈকি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর জন্য অভিভাবকসহ সকল মহলের সহযোগিতা চেয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন এস ও এস বার্তা। দুটিই জরুরী, দুটিই গুরুত্বপূণ। তাই নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যই অভিভাবকদের সাড়া দেওয়া উচিত। সাথে সাথে অন্যান্য মহলের স্মরণ রাখা দরকার যে, জনসাধারণের মধ্যে যাদের ভিত্তি তাদের জন্য কাউকে অযাচিত প্রশ্রয় দিতে হয় না। আর হয় না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা আবশ্যক। এ সহযোগিতা প্রদানে বিমুখ মহল সাময়িকভাবে উপকৃত হলে হয়তো হতেও পারেন, তবে অনাগতকালের ইতিহাসে তাদের দায়ী থাকতে হবে।